উপজেলা অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Upazilla Office)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

সমবাবায়কে উৎপাদনমুখী ও টেকসই করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, দূর্গাপুর, রাজশাহী বিগত তিন বছরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কর্তকর্তাদের উদ্ভাবণী প্রয়াসের ফলে সমবায়কে আরও জন মানুষের সংগঠনে পরিণত করতে ও এর গুণগত মান উন্নয়নে এ বিভাগে উৎপাদনমূখী ও সেবাধর্মী সমবায় গঠন, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন, সমবায় পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত তিন বছরে মোট ৩৬টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন এবং ৪৫০ জনকে নতুনভাবে সমবায়ে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ সনে ৫৯টি, ২০১৯-২০ সনে ৬১টি, ২০২০-২১ সনে ৭০টি এবং ২০২১-২২ সনে ৬০টি সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। জেলা ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ টীমের মাধ্যমে অত্র উপজেলায় ৭৫ জন সমবায়ীকে চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ৪০ জনের স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও 'রূপকল্প ২০২১', 'এসডিজি' অর্জন এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাস্তবায়িত ও চলমান এ সকল প্রকল্প গুলোর মাধ্যমে বিগত তিন বছরে ১২০ জন গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবককে সমবায় আদর্শে উদ্বুদ্ধকরণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা হয়েছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ৫,২১,৭০০০ টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৫,০৯,০৯০ টাকা আদায় করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

উৎপাদনমূখী ও টেকসই সমবায় গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণি-পেষার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দূর্গাপুর উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের চ্যালেঞ্জ বহুবিধ। অত্র উপজেলায় নিবন্ধিত সমবায়ের সংখ্যা ৭৬ টি। নানা শ্রেণি ও পেষার সম্মিলনে তৈরী হওয়া বৈচিত্র্যময় কার্যক্রমে পূর্ণ বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচর্যা, পরিদর্শন, নিরীক্ষাসহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করে নিবীড়ভাবে মনিটরিং করা অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। সমবায়ীদের চাহিদা পূরণে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান এ সময়ের অন্যতম দাবী। কিন্তু প্রয়োজনীয় জনবল, যানবাহন ও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় রুটিন কাজের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে চাহিদা অনুযায়ী সমবায় অধিদপ্তরের কোন প্রকল্প না থাকায় সমবায়কে ব্যাপক ভিত্তিক উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যাচ্ছে না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সমবায়ের সমস্যা যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য অবসায়নে ন্যস্ত সমবায় সমিতির অবসায়ন কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করা, ই-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চালু করা এবং ই-সার্ভিসের আওতায় বিদ্যমান সমবায় সমিতিগুলোর প্রোফাইল ব্যবস্থাপনার জন্য অন লাইনে রি-রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম চালু করা আগামী অর্থবছরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি উপজেলা ভিত্তিক নির্দিষ্ট সংখ্যক সমবায় সমিতি চিহ্নিত করে উৎপাদনমূখী টেকসই সমবায় সমিতিতে রূপান্তর করার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে। সমবায়ের মাধ্যমে নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, সুবিধা বঞ্চিত অনগ্রসর মহিলাদের সরাসরি ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য হ্রাস এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য চাহিদা সাপেক্ষে নতুন প্রকল্প/কর্মসুচি গ্রহণের নিমিত্তে সমবায় অধিদপ্তরে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাখিল করা হবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ০১টি উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে;
- ০১টি মডেল সমবায় সমিতি সৃজন করা হবে;
- ৭৫ জন সমবায়ীকে চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- বার্ষিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার মোতাবেক শতভাগ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা হবে;
- ধার্যকৃত সমবায় সমিতির শতভাগ অডিট ফি ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায় ও পরিশোধ করা হবে;
- ৭৫টি সমবায় সমিতির (সক্রিয়) ২০২২-২০২৩ সালের বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদন কর হবে।